দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 21 NOV 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গন

নকল প্রবণতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব

পরীক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে সকল স্তরের শিক্ষা থেকে আহরিত জ্ঞানের মূল্যায়ন, শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের গতিধারা নির্ধারণ, সামাজিক কাজ ও পেশায় শিক্ষার্থীর ক্ষমতার মূল্যায়ন ইত্যাদি অন্যতম। কিন্তু আমাদের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা এ সব উদ্দেশ্যাবলী খুব কমই অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। বাস্তবে পরীক্ষার্থীর জ্ঞান লাভের পরিমাণ জানার কোন সু-ব্যবস্থা নেই তার অন্যতম বাধা হলো নকল প্রবণতা। কারণ পরীক্ষায় অসদুপায় আমাদের মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ভয়াবহ প্রবণতার জন্য অনেকেই শিক্ষক সমাজকে দায়ী করে থাকেন, যা নিতান্তই অমূলক।

যেখানে নকল রোধ করতে গিয়ে শিক্ষক হচ্ছে প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন, অভিভাবক মহল যেখানে তাদের ছেলেমেয়েদের সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য যেনতেন প্রকারে নকল সরবরাহে বদ্ধপরিকর— সেখানে শিক্ষকরা কি-ই বা করতে পারেন। কর্তাব্যক্তি ও প্রভাবশালী অভিভাবকদের ছেলে-মেয়েদের নকলের সুযোগ দিতে হয়; চাপের মুখে বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর খাতা ফিরিয়ে দিতে হয়, নচেৎ শিক্ষকদের হতে হয় নাজেহাল, পথে-ঘাটে চলতে তাদের জীবন হয়ে পড়ে বিপন্ন। এমতাবস্থায়, শিক্ষকদের চোখ বুঝে পরিস্থিতি অবলোকন করা ছাড়া কতটুকু করণীয় থাকতে পারে?

আর অমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি এমন যেখানে নির্বাচিত প্রশ্নোত্তর যেকোন উপায়ে পরীক্ষার খাতায় তুলে দিতে পারলেই ভাল ফলাফলের পাওনাদার হওয়া যায়। নিজের জ্ঞানের বলে পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ বা আত্মবিশ্বাসী নয় বলে তারা এ বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হয়। ফলশ্রুতিতে, শিক্ষাজীবন শেষে যখন তারা বাস্তবের মুখোমুখি হয় তখন তাদের অযোগ্যতা পদে পদে প্রমাণিত হয়।

অনেকে বিলাসিতায় আকৃষ্ট হয়ে লেখাপড়ায় অমনোযোগী হয়ে উঠে। ফলে পরীক্ষার সময় তাদেরকে স্বভাবতঃই অসদুপায় অবলম্বন করতে হয়। অন্যদিকে দেশের আভ্যন্তরীণ হীন স্বার্থোদ্ধারকারী শক্তিসমূহের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে উপস্থিত হয়ে ছাত্র সমাজ যখন লেখাপড়া ছেড়ে ভিন্ন পথে অগ্রসর হয় তখনও অভিভাবক মহল তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে দেন। ফলশ্রুতিতে, আসল উদ্দেশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং পিতামাতা ও শিক্ষা অর্জনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধাবোধ ও সদিচ্ছা থাকলে অবশ্যই এ লজ্জাকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। আসলে, আমাদের জাতীয় চরিত্র এমনই হয়ে গেছে যে, আমরা প্রত্যেকেই চাই প্রবঞ্চনা ও হঠকারী পদ্ধতি অবলম্বন করে বৈধ-অবৈধতার পথে না গিয়ে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে সচেষ্ট। মানুষের জীবন গঠনের সর্বোত্তম সময় হলো ছাত্রজীবন। অথচ এ সময়ে অপরদিকে সমাজকে ঠকাতে গিয়ে আমরা নিজেরাই ঠকে যাই। সামগ্রিকভাবে প্রত্যেককে এ ঠকের ভাগীদার হতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে গণ্টুকাটুকির বিষয়টি এমনি একটি জাতীয় বিপর্যয় আসলে আমরা প্রত্যেকেই যদি বৈধ উপায়ে কৃতকার্যতার উদ্যোগী হতাম তবে যোগ্যতা বিকাশের মাধ্যমে শিক্ষার মান হতো অনেক উন্নত। দেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে যেতো। কাজেই, এ নাজুক পরিস্থিতির নিরসনকল্পে অভিভাবক মহলকে প্রকৃত শিক্ষার মূল্যবোধে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে। সর্বোপরি, দেশবাসীর সম্মিলিত ও আন্তরিক প্রচেষ্টা দ্বারা এ নকল প্রবণতা রোধ করতে হবে। নইলে ভবিষ্যত বংশধরদেরকে ভয়াবহ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা যাবে না।

—মোঃ আবদুস সাত্তার